হাম-রুবেলা

টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩
এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়িকা

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**ভূমিকা**	২
২	**ক্যাম্পেইন-এর কর্ম কৌশল**	
	ক) হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস	২
	খ) ২১তম জাতীয় টিকা দিবস	৪
৩	**ক্যাম্পেইন কার্যক্রম**	
	ক) ক্যাম্পেইন পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম ঃ	৬
	স্বেচ্ছাসেবী ওরিয়েন্টেশন	৬
	রেজিস্ট্রেশন	৭
	আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ	৭
	আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মূল বার্তা সমূহ ঃ	৭
	হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এর জন্য যোগাযোগের মূল বার্তা ২১তম জাতীয় টিকা দিবস-এর জন্য যোগাযোগের মূল বার্তা	
	মাইকিং	৮
	যোগাযোগ সামগ্রীর ব্যবহার	৯
	খ) ক্যাম্পেইন চলাকালীন কার্যক্রম ঃ	
	হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এ টিকাদান কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব	৯
	২১তম জাতীয় টিকা দিবস-এ টিকাদান কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব	৯
	গ) সেশন শেষে করণীয় ঃ	১০
৪	**টালি ফর্ম**	১১
৫	**টিকা পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া**	১২
৬	**ক্যাম্পেইন ফর্ম (নমুনা)**	১২

অধ্যায় ১ঃ ভূমিকা

হাম একটি ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগ সাধারণত একজন আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা অন্যদের মধ্যে হাঁচি, কাশির মাধ্যমে অতি দ্রুত ছড়ায়। শিশু ছাড়াও যে কোনো বয়সে হাম হতে পারে। তবে শিশুদের মাঝেই এর প্রকোপ, জটিলতা এবং মৃত্যু বেশি দেখা যায়। জটিলতাগুলোর মধ্যে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, এনকেফালাইটিস, অন্ধত্ব, বধিরতা ইত্যাদি অন্যতম। এই রোগ এবং এর জটিলতার হাত থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক সময়ে শিশুকে হামের টিকা দিয়ে সুরক্ষিত করা।

রুবেলা একটি ভাইরাস জনিত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। হামের মতোই এটিও হাঁচি, কাশির মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। গর্ভবতী মায়েরা গর্ভের প্রথম ৩ মাসের সময় রুবেলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে শতকরা ৯০% ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে গর্ভের শিশু আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে গর্ভপাত এমনকি গর্ভের শিশুর মৃত্যুও হতে পারে অথবা জন্মগত বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা কন্‌জেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) নামে পরিচিত। এই রোগ এবং এর জটিলতার হাত থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক সময়ে শিশুকে রুবেলার টিকা দিয়ে সুরক্ষিত করা। এই রোগের প্রকোপ থেকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) মাধ্যমে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ৯ মাস বয়সী সকল শিশুদের ১ ডোজ এমআর টিকা সংযুক্ত করেছে। একই সাথে ১৫ বছর বয়সী সকল কিশোরীদের টিটি টিকার যে কোন ডোজের সাথে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ২১তম জাতীয় টিকা দিবস (এনআইডি) পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্বের ন্যায় ০-৫৯ মাস বয়সী সব শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো জাতীয় টিকা দিবসের উদ্দেশ্য। ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু পূর্বে জাতীয় টিকা দিবসে বা নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে পোলিও টিকা খেয়ে থাকলেও কিংবা পূর্বে কখনও টিকা না খেয়ে থাকলেও তাকে ২ ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত টিকাদানের পাশাপাশি হাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পূর্বে হাম বা এমআর টিকা পেয়ে থাকলেও, ৯ মাস থেকে ১৫ বৎসরের কম বয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদানের মাধ্যমে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে।

পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি হাম ও রুবেলার মতো মারাত্মক রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিবেচনা করে এবং টিকাদান কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস (এনআইডি) একই সাথে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এই সহায়িকা অনুসরণ করে স্বেচ্ছাসেবীগণ ঃ

- ক্যাম্পেইন পূর্ব কর্মকান্ড যেমন- রেজিস্ট্রেশন, জনগণকে অবহিত করা, সামাজিক সমর্থন আদায় ইত্যাদি পরিচালনা করতে পারবেন।
- ক্যাম্পেইন চলাকালীন কর্মকান্ড যেমন- সুষ্ঠু সেশন সংগঠনে তাদের ভূমিকা, টালি ফর্মের ব্যবহার এবং সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে পারবেন। টিকা পরবর্তী কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে তার ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত থাকবেন।

অধ্যায় ২ঃ ক্যাম্পেইন-এর কর্ম কৌশল

ক) হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীঃ

- ৯ মাস-১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা দেয়া হবে
- ০-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়ানো হবে

সময়সূচিঃ

- ২-২১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (১৮ কার্তিক-৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ)। এই ক্যাম্পেইন ৩ সপ্তাহ ব্যাপী চলবে

১ম সপ্তাহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কর্মসূচিঃ ২-৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (১৮-২৩ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ)

২য় ও ৩য় সপ্তাহ

নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে টিকাদান কর্মসূচিঃ ৯-২১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (২৫ কার্তিক-৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ)

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন শুক্রবার ব্যতীত তিন সপ্তাহব্যাপী (২-২১ নভেম্বর ২০১৩) প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত চলবে। স্কুল ক্যাম্পেইন চলাকালীন স্কুলের সময়সূচির উপর ভিত্তি করে টিকাদান কার্যক্রম চলবে। তবে টিকাদানকারী শেষ টিকা দেয়ার পর একঘন্টা পর্যন্ত কেন্দ্রে অবশ্যই অপেক্ষা করবেন। পৌর এলাকা, সিটি করপোরেশন এবং শিল্পাঞ্চলে কর্মজীবি মহিলার শিশুদের টিকা দেয়ার সুবিধার্থে প্রয়োজনে বিকালে ও সন্ধ্যায় টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় রুটিন ইপিআই বন্ধ থাকবে না এবং কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়মিতভাবে চলবে।

টিকাদান কেন্দ্র কিভাবে পরিচালিত হবেঃ

১ম সপ্তাহ ঃ (২-৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

১ম সপ্তাহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা, শিশু আশ্রম ইত্যাদি যেখানে ১৫ বছরের কম বয়সের শিশুরা পড়াশুনা করে) টিকাদান ক্যাম্পেইন চলবে। মাইক্রোপ্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১ ডোজ এমআর টিকা দিতে হবে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু আছে সেসব শিশুদের ১ ডোজ (২ ফোঁটা) ওপিভি টিকা খাওয়াতে হবে।

গ্রাম এলাকা ঃ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা বেশী সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন অনুয়ায়ী অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনে ১টি টীম একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। প্রথম সপ্তাহে প্রয়োজনে নিজ ওয়ার্ডের বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদানকারীদের কাজ করতে হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শ্রেনির শিশুদের একসাথে টিকা না দিয়ে এক এক শ্রেনি করে টিকা দিতে হবে।

শহর এলাকা ঃ শহর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা বেশী সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন অনুয়ায়ী অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। শহর এলাকায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। এক্ষেত্রে বেসরকারী টিকাদানকারীদের সহযোগিতা নিতে হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত টিকাদানকারীর প্রয়োজন হলে হাসপাতালের নার্স, প্যারামেডিক্স, উচ্চ শ্রেনির নার্সিং কোর্সের ছাত্র/ছাত্রী, মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নী ডাক্তার এবং ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে টিকাদান টীমে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

প্রতিদিন কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কতটি টিকাদান কেন্দ্রে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে তা নির্ভর করবে-

- ওয়ার্ডে কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে
- মোট কতজন টিকাদানকারী আছে
- প্রথম সপ্তাহে ৬ দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে, তবে রুটিন ইপিআই কার্যক্রম নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট টিকাদানকারী দ্বারা পরিচালিত হবে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদানকারীর সংখ্যা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যার উপর (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন দক্ষ টিকাদানকারীর পক্ষে একদিনে প্রায় ২০০ - ২৫০ জন শিশুকে টিকা দেয়া সম্ভব)

২য় ও ৩য় সপ্তাহ ঃ (৯-২১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

নিয়মিত ইপিআই টিকাদানের দিন এবং শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোতে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

গ্রাম এলাকা ঃ

রুটিন টিকার দিন ব্যতীত প্রতি ওয়ার্ডের নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকা দেওয়া এবং ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ওপিভি খাওয়ানো হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহের চার কর্ম দিবসে চারটি সাব-ব্লকে এবং তৃতীয় সপ্তাহে বাকী চারটি সাব-ব্লকে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম চলবে। ক্যাম্পেইন সেশন পরিকল্পনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, একটি সাব-ব্লক/এলাকায় রুটিন টিকার দিনের ঠিক আগের দিন যেন ঐ সাব-ব্লক/এলাকায় ক্যাম্পেইন সেশন পরিকল্পনা করা হয়। এতে করে ক্যাম্পেইনে বাদ পড়া শিশুরা রুটিন টিকার দিনে টিকা পাওয়ার আরেকটি সুযোগ পাবে।

শহর এলাকা ঃ

শহর এলাকায় গ্রাম অঞ্চলের ন্যায় টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা সম্ভব নয়। প্রতিটি এলাকা ঘন বসতিপূর্ণ। এছাড়াও পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। এ সকল এলাকায় বেসরকারী টিকাদানকারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টিকাদানকারীর প্রয়োজন হলে হাসপাতালের নার্স, প্যারামেডিক্স, উচ্চ শ্রেনির নার্সিং কোর্সের ছাত্র/ছাত্রী, মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নী ডাক্তার ও ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে টিকাদান টীমে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

পৌরসভা/সিটি করপোরেশনে প্রতিদিন কতটি টিকাদান কেন্দ্রে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে তা নির্ভর করবে-

- ওয়ার্ডে কতটি ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র আছে
- মোট কতজন দক্ষ টিকাদানকারী পাওয়া যাবে
- সপ্তাহে মোট কতদিন ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে

টিকাদান কেন্দ্র ঃ

১. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ** যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুরা লেখাপড়া করে, সে সকল প্রতিষ্ঠানকেই টিকাদান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ক্যাম্পেইনের প্রথম সপ্তাহে এসব কেন্দ্রে বয়স ভিত্তিক নির্দিষ্ট টিকা দেয়া হবে।

২. **নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র ঃ** যেসব শিশু স্কুলে যায় না কিংবা স্কুলে টিকা গ্রহণ করে নাই, তাদেরকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে প্র্যাপ্যতা অনুযায়ী এমআর এবং পোলিও টিকা দেয়া হবে।

৩. **স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র ঃ** ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে প্রতিটি উপজেলা, পৌরসভায় ১টি করে এবং প্রতিটি সিটি করপোরেশন ওয়ার্ডে ১টি করে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রগুলি ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ব্যতীত প্রতি দিন খোলা থাকবে। এইসব কেন্দ্র থেকে উদ্দিষ্ট বয়সের শিশু ক্যাম্পেইন চলাকালীন যে কোন দিন টিকা নিতে পারবে। রুটিন টিকার দিন এই কেন্দ্রগুলি থেকে রুটিন টিকা দেয়া হবে।

৪. **অতিরিক্ত টীম ঃ** ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের এমআর টিকা দেয়ার জন্য আলাদা টিকাদান টীম গঠন করা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশু হচ্ছে দোকান বা বাজার, কারখানা/রাইসমিল ইত্যাদিতে কর্মরত মায়েদের শিশু, বেদে বহরের শিশু, পথ শিশু যারা রেল স্টেশন/বাস স্টেশনে ঘুমায়, হাসপাতালে ভর্তি বা মায়েদের সাথে অবস্থানরত শিশু, জেল খানায় মায়েদের সাথে অবস্থানরত শিশু, পতিতালয়ের শিশু, কিশোর সংশোধনাগার, বস্তি এলাকার শিশু ইত্যাদি। এই শিশুদের জন্য অতিরিক্ত টিকাদানকারী টীম শিশু ও অভিভাবকদের কর্ম এলাকায় আলাদা কেন্দ্র করবে অথবা সুবিধাজনক সময়ে (বিকালে বা রাতে) টিকা দেয়ার ব্যবস্থা নিবে। প্রয়োজনে সান্ধ্যকালীন টিকাদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাদপড়া শিশুরা ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ব্যতীত নিকটস্থ যে কোন টিকাদান কেন্দ্র থেকে এমআর টিকা নিতে পারবে।

খ) ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ

- ০-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশু

সময়সূচি ঃ

জাতীয় টিকা দিবস	ঃ	২১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (৭ পৌষ ১৪২০ বঙ্গাব্দ)
বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান	ঃ	২২-২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (৮-১২ পৌষ ১৪২০ বঙ্গাব্দ) (২৫ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ সাধারণ ছুটি)

টিকাদান কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। পৌর এলাকা এবং সিটি করপোরেশনে কর্মজীবি মহিলাদের সুবিধার্থে কেন্দ্রগুলো সন্ধ্যা বা প্রয়োজনে রাতে খোলা রাখা হবে।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র জাতীয় টিকা দিবসের দিন রুটিন ইপিআই বন্ধ থাকবে তবে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের সময় সকল রুটিন ইপিআই কার্যক্রম চালু থাকবে।

টিকাদান কেন্দ্র কিভাবে পরিচালিত হবেঃ

অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র

- গ্রাম এলাকায় প্রতি পুরাতন ওয়ার্ডের ৮টি অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে এই কার্যক্রম চলবে
- সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকায় অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে এই কার্যক্রম চলবে। এ ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এই কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারী টিকাদান কর্মী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমন্বয়ে একটি বাস্তব ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন।

অতিরিক্ত কেন্দ্র

জাতীয় টিকা দিবস এবং বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে যে সকল উদ্দিষ্ট শিশু ভ্রমনে থাকবে সে সকল শিশুরা যেন টিকা খাওয়া থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের (রেল ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড, ফেরী ঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল, হাইওয়ে ব্রীজ ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে হবে।

- **উপজেলা ঃ** জাতীয় টিকা দিবসের দিন প্রতি ইউনিয়নে **১**টি করে অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় টিকা দিবস এবং বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতি উপজেলার জন্য ৩টি অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **সিটি করপোরেশন/পৌরসভা ঃ** প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত কেন্দ্রের (রেল ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড, ফেরী ঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশেষ টিকাদানকেন্দ্র

ম্যাপের সাহায্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূর্গম এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষ টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর ওপিভি টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজনে শহর এলাকায় কর্মজীবি মহিলা/বস্তির মা'দের শিশুর জন্য বিকালে বা সন্ধ্যায় সেশন চালু রাখতে হবে।

২১তম জাতীয় টিকা দিবসের পরে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম

"শিশু শিশু প্রতি শিশু, খুঁজে ফেরো প্রতি শিশু"

জাতীয় টিকা দিবসের আওতায় একটি উদ্দিষ্ট শিশুও যেন ওপিভি টিকা খাওয়া থেকে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য টিকা দিবসের পরে ক্রমাগত ৪ দিন বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি বাদপড়া শিশুকে খুঁজে বের করে (যাদের বাড়িঘর নেই তাদেরসহ) ওপিভি টিকা খাওয়াতে হবে। এ কারণেই এই কর্মসূচিকে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান (Child-to-Child Search) কার্যক্রম বলা হয়ে থাকে।

নিম্নে সম্ভাব্য বাদপড়া শিশু/এলাকাসমূহের উদাহরণ দেয়া হলো, যেখানে উদ্দিষ্ট শিশুরা টিকার আওতায় নাও আসতে পারে ঃ

বেদে/যারা নৌকায় বাস করে	চর, হাওড় এলাকা	শরনার্থী শিবির	এতিমখানা
রাস্তার শিশু/যাদের ঘর বাড়ি নেই	ছিট-মহল	নির্মানাধীন এলাকা	পতিতালয়
পাহাড়ী জনগোষ্ঠী	চা বাগান	বস্তি, চাতাল	আবাসিক/হাই রাইজ বিল্ডিং
সীমান্তবর্তী এলাকা	হাসপাতাল	জেলখানা, কিশোর সংশোধনাগার	আবাসিক হোটেল

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিকল্পনা ঃ

গ্রাম এলাকাঃ

প্রতিদিন ওয়ার্ডের ২টি সাব-ব্লকে ৪টি টিকাদান টীম কাজ করবেন। প্রতিটি টীমে কমপক্ষে ২ জন সদস্য থাকবেন; একজন ওপিভি টিকা খাওয়াবেন এবং একজন টালি ফর্ম পূরণ করবেন। এভাবে ৪ দিনে সম্পূর্ণ ওয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন হবে। একটি টীম মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী,

আরেকটি টীম শিক্ষক (যদি থাকে) এবং স্বেচ্ছাসেবীর সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রতিটি টীমে একটি করে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে কমপক্ষে ২০ ডোজ ওপিভি ভায়াল থাকবে। মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (ইপিআই) অবশ্যই আগে থেকে "ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা" ফর্ম ব্যবহার করে সাব-ব্লকে ২০ ডোজের অতিরিক্ত ওপিভি টিকা লাগবে কিনা তা নিরূপণ করবেন। প্রতিটি টীম সকাল ৮ টার মধ্যে বিতরণ কেন্দ্র থেকে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ও টালি ফর্ম সংগ্রহ করবেন এবং সেই দিনের জন্য নির্ধারিত সাব-ব্লকে ০-৫৯ মাস বয়সী যে সকল শিশু জাতীয় টিকা দিবসে টিকা কেন্দ্রে ওপিভি টিকা খায়নি তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে ওপিভি টিকা খাওয়াবেন।

শহর এলাকাঃ

যেহেতু শহরাঞ্চলের ওয়ার্ডসমূহ গ্রামাঞ্চলের ন্যায় ৮টি সাব-ব্লকে বিভক্ত নয় সেহেতু শহর এলাকায় ওয়ার্ড এবং জোনাল প্রশিক্ষণ বা পরিকল্পনা সভায় এনজিওকর্মী, পৌর/সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মীগণ তাঁদের কাজের এলাকা অথবা মহল্লাসমূহকে ভাগ করে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাবেন। প্রতি ওয়ার্ডে কয়টি টিকাদান টীম কাজ করবে তা পৌরসভা/সিটি করপোরেশন তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা সভায় নির্ধারণ করবেন।

কিভাবে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেনঃ

টিকাদানকারী প্রতিটি পরিবার/বাড়িতে যাবেন এবং অভিভাবকদের সালাম জানিয়ে নিজের পরিচয় দিবেন। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন-

১. আপনার ঘরে/বাসায় নবজাতক এবং ৫ বছরের কম বয়সী কোন শিশু আছে কি?

২. উত্তর হ্যাঁ হলে, জিজ্ঞাসা করুন- শিশু কি এ সপ্তাহের জাতীয় টিকা দিবসে (শনিবার) ওপিভি টিকা খেয়েছে?
যদি উত্তর "হ্যাঁ" হয় তাহলে ভালভাবে যাচাই করে নিশ্চিত হবেন সত্যিই শিশুটি টিকা পেয়েছে এরপর অভিভাবককে ধন্যবাদ দিয়ে অন্য বাড়িতে যান। যদি উত্তর "না" হয় তাহলে শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়ান।

৩. আর যদি ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর "না" হয় এবং শিশুটি বাসায় না থাকে তাহলে বাড়ি/বাড়িগুলোর নম্বর (জিআর নং) বা বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা টালি ফর্মের ডানদিকের নিচের ঘরে লিখুন এবং শিশুটিকে পরের দিন বাড়িতে থাকার জন্য অভিভাবককে অনুরোধ করুন। বাদপড়া শিশুটিকে ওপিভি টিকা খাওয়ানোর জন্য এ রকম বাড়ি/বাড়িগুলো পরের দিন তদারককারীগণ পূনঃপরিদর্শন করবেন।

৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে সময়মত অন্যান্য টিকা দেয়ার জন্য নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসার কথা অভিভাবককে বলুন। তারপর অভিভাবককে ধন্যবাদ দিয়ে অন্য বাড়িতে যান।

কিভাবে বাড়িতে চিহ্ন দিতে হবেঃ

বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাড়ি/ বাড়িগুলোতে চকের সাহায্যে ঐ দিনের পরিদর্শনের তারিখ লিখতে হবে যদিঃ

- উক্ত বাড়ির কোন ৫ বছরের কম বয়সী শিশু জাতীয় টিকা দিবসে ওপিভি টিকা প্রাপ্তি থেকে বাদ না যায় অথবা বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাদপড়া শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়ানো হয়
- যদি বাড়িতে ৫ বছরের কম বয়সী কোন শিশু না থাকে

বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাড়ি /বাড়িগুলোতে চক দ্বারা কোন তারিখ লিখবেন না যদি ঃ

- বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের সময় তালাবদ্ধ/বন্ধ বাড়ি বা সেই মুহূর্তে বাড়িতে কোন লোক নেই এবং প্রতিবেশীরাও তাদের সংবাদ দিতে পারছেন না
- বাড়িতে লোকজন আছে কিন্তু যে শিশুটি জাতীয় টিকা দিবসে টিকা খাওয়া থেকে বাদ পড়েছে সে শিশুটি সেই সময় বাড়িতে নেই

■ অধ্যায় ৩ঃ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম

ক) ক্যাম্পেইন পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবী ওরিয়েন্টেশনঃ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তদারককারীগণ ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবীদের ওরিয়েন্টেশন দেবেন। ওরিয়েন্টেশনের মূল বিষয় হবে- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, রেজিস্ট্রেশন, যোগাযোগের জন্য পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির ব্যবহার, শিক্ষকগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, ইমাম, এনজিও কর্মীগণের সমর্থন আদায়, মসজিদ/ উপাসনালয়ের মাইকের যথাযথ ব্যবহার (বিশেষ করে এলাকায় সেশনের আগের দিন ও সেশনের দিন) ইত্যাদি।

ওরিয়েন্টেশনের পর স্বেচ্ছাসেবীগণ-

১। নিজ নিজ ওয়ার্ড/ এলাকায় কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার সংখ্যা, নাম এবং প্রতিটিতে উদ্দিষ্ট বয়সের কত শিশু আছে তা বের করতে কর্মীকে সাহায্য করবেন।

২। যে সকল এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশু থাকতে পারে তা সংশ্লিষ্ট কর্মীকে অবহিত করবেন।

রেজিস্ট্রেশনঃ

স্বেচ্ছাসেবীগণ সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর সাথে ক্যাম্পেইন এর অন্ততঃ ১ মাস আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ব্যবহার করে তার নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান* এবং বাড়ি বাড়ি যেয়ে শিশু রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করবেন। একই ভাবে কর্মীর নিজ কর্ম এলাকার বাড়ি বাড়ি যেয়ে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করতে সহায়তা করবেন। স্বেচ্ছাসেবীগণ নির্দিষ্ট দিনে পিতা-মাতা/ অভিভাবককে টিকাদান কেন্দ্রে শিশুকে টিকা দিতে নিয়ে আসতে অনুরোধ করবেন। এই সাথে আরও জানাবেন যে, ক্যাম্পেইনের বাদপড়া শিশুরা যে কোন টিকা কেন্দ্রে গিয়ে টিকা নিতে পারবে এবং স্থায়ী কেন্দ্রে শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিনই টিকা নেয়া যাবে।

*** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** কিন্ডারগার্টেন, ডে কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মক্তব, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা/অনাথ আশ্রম, শিশু আশ্রমসহ যে সব প্রতিষ্ঠানে শিশুরা লেখাপড়া করে।

শিশু পূর্বে এমআর বা হামের টিকা পেয়ে থাকলে অথবা হাম বা রুবেলা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও, ঐ বয়সের সকল শিশুদের ক্যাম্পেইনে এমআর টিকা দেওয়া হবে

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগঃ

স্বেচ্ছাসেবীগণ সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী/তদারককারীর সহায়তায় ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার অন্ততঃ ২ সপ্তাহ আগে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ শুরু করবেন। শিশুর মাতা-পিতা, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইমাম, পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, গ্রামপুলিশ, আনসার-ভিডিপি ইত্যাদি সকলের সাথে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্যাম্পেইনের তথ্য আদান প্রদান এবং সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এর জন্য যোগাযোগের মূল বার্তাঃ

- হাম ও রুবেলা মারাত্মক সংক্রামক রোগ
- হামের কারণে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, এনকেফালাইটিস, অন্ধত্ব, কান পাকা এবং পঙ্গুত্ব ইত্যাদি হতে পারে। এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে
- রুবেলার কারণে শিশুর জন্মগত ত্রুটি হতে পারে যা কন্‌জেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) নামে পরিচিত
- হাম ও রুবেলা রোগের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই কিন্তু এই রোগ প্রতিরোধে কার্যকর এবং নিরাপদ টিকা আছে
- হাম দূরীকরণ ও রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এবং পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখতে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত টিকাদানের পাশাপাশি আগামী ২-২১ নভেম্বর ২০১৩ (১৮ কার্তিক-৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০) সারা দেশব্যাপী "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকাদিবস" পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- তিন সপ্তাহ ব্যাপি শুক্রবার ব্যতীত এই ক্যাম্পেইনে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কমবয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা দেওয়া হবে এবং ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়ানো হবে
- যেসব শিশু পূর্বে এমআর বা হামের টিকা পেয়েছে অথবা হাম বা রুবেলা রোগে আক্রান্ত হয়েছে, সেসব শিশুদেরও ক্যাম্পেইনে এমআর টিকা দেওয়া হবে
- ৯ মাসের কমবয়সী এবং ১৫ বছরের বেশী বয়সের শিশুদের এই ক্যাম্পেইনে কোনভাবেই এমআর টিকা দেয়া যাবে না

ক্যাম্পেইনের নির্দিষ্ট দিনে কোনো শিশু এমআর এবং ওপিভি টিকা পাওয়া থেকে বাদ পড়লে ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ব্যতীত যে কোনো নিয়মিত অস্থায়ী বা স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে

মনে রাখবেন, আপনার এলাকার কোনো একটি শিশু পোলিও টিকা না খেয়ে থাকলে সে এবং অন্যরা পোলিও রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থেকেই যাবে, তদরূপ কোনো শিশু এমআর টিকা না পেলে অন্যরাও তার মতো হাম ও রুবেলা রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে না।

সময়মত টিকা নিন, হাম ও রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করুন
এবং বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত রাখুন

২১তম জাতীয় টিকা দিবস-এর জন্য যোগাযোগের মূল বার্তাঃ

- পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ২১তম জাতীয় টিকা দিবস আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ (৭ পৌষ ১৪২০) সারা দেশব্যাপি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- জাতীয় টিকা দিবসে ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়ানো হবে
- আপনি যেখানেই থাকুন না কেন দেশের যে কোন টিকাদান কেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়াতে পারবেন
- ভ্রমনে থাকাকালীন সময়েও আপনি রেল ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড, বিমানবন্দর ও লঞ্চ টার্মিনালে অবস্থিত টিকাদান কেন্দ্র অথবা স্থানীয় যে কোন টিকাদান কেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়াতে পারবেন
- মনে রাখবেন, যদি আপনার এলাকার একটি শিশু ওপিভি টিকা না খায় তবে তার পোলিও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে। তাই অবহেলিত এবং কর্মজীবি মায়ের শিশুর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে
- ওপিভি টিকার অতিরিক্ত ডোজ শিশুর শরীরে কোন ক্ষতি করে না

সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আমরা অবশ্যই বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত রেখে আগামী প্রজন্মকে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবো ইনশাল্লাহ্। তাই আসুন সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখি।

আপনার এলাকার কোন শিশু যেন ওপিভি টিকা নেয়া থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করুন এবং এ ব্যাপারে মাঠ কর্মীদের সহযোগীতা করুন।

বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত রাখুন

আপনি এবং অন্যরা কিভাবে ক্যাম্পেইনে সাহায্য করতে পারেন-

- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে একে অন্যকে ক্যাম্পেইন বার্তা পৌঁছাতে পারেন
- নিজের বাড়িতে বসবাসকারী এবং প্রতিবেশীর প্রতিটি উদ্দিষ্ট শিশুকে টিকা দিতে নিয়ে আসতে পারেন
- স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে শিশু রেজিস্ট্রেশন, সেশন সংগঠন, সুশৃংখল ভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে সাহায্য করতে পারেন
- বাদপড়া শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে আনতে সাহায্য করতে পারেন
- টিকা পরবর্তী কোন অসুবিধা হলে শিশুকে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনতে সহায়তা করতে পারেন

মাইকিংঃ

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এর জন্য ভ্যান/রিক্সা/নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে মাইকিং করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়ন এবং শহর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি সপ্তাহে ২ দিন করে মোট ৬ দিন ক্যাম্পেইনের নির্দিষ্ট এলাকায় মাইকিং করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ করে অতিরিক্ত মাইকিং করা যেতে পারে। স্থানীয় ভাবে স্বেচ্ছাসেবীগণ ক্যাম্পেইন এর বার্তা পৌঁছানোর জন্য মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের মাইক ব্যবহারের জন্য ইমাম সাহেব/অন্য ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতা চাইবেন এবং ক্যাম্পেইনের আগের দিন ও ক্যাম্পেইনের দিন বার্তা পৌঁছাতে সহায়তা করতে অনুরোধ করবেন। তাছাড়া প্রতিদিন নামাজ শেষে, জুমার নামাজের সময় সকল উদ্দিষ্ট শিশুদের ক্যাম্পেইন-এ হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা এবং ওপিভি টিকা নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইমাম সাহেবদেরকে অনুরোধ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (শহর এলাকায়) তদারককারীগণ এই কার্যক্রম সংগঠনে সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

জাতীয় টিকা দিবসের (২১ ডিসেম্বর ২০১৩)-এর জন্য ভ্যান/রিক্সা/নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে মাইকিং করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়ন এবং শহর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২ দিন ক্যাম্পেইনের নির্দিষ্ট এলাকায় মাইকিং করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ করে অতিরিক্ত মাইকিং করা যেতে পারে। স্থানীয় ভাবে স্বেচ্ছাসেবীগণ ক্যাম্পেইন এর বার্তা পৌঁছানোর জন্য মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের মাইক ব্যবহারের জন্য ইমাম সাহেব/অন্য ধর্মীয় নেতাদের সহযোগীতা চাইবেন এবং ক্যাম্পেইনের আগের দিন ও ক্যাম্পেইনের দিন বার্তা পৌঁছাতে সহায়তা করতে অনুরোধ করবেন। তাছাড়া প্রতিদিন নামাজ শেষে, জুমার নামাজের সময় সকল উদ্দিষ্ট শিশুদের ক্যাম্পেইন-এ ওপিভি টিকা নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইমাম সাহেব/অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের অনুরোধ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (শহর এলাকায়) তদারককারীগণ এই কার্যক্রম সংগঠনে সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

যোগাযোগ সামগ্রীর ব্যবহারঃ

পোস্টারঃ কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী, তদারককারীগণ প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ, বাজার, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল জনগুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং জনসমাগমস্থলে পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করবেন।

ব্যানারঃ কর্মী এবং তদারককারীগণ হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিটি করপোরেশন কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়সহ অন্যান্য জনসমাগমস্থলে ব্যানার টানানোর ব্যবস্থা করবেন।

প্ল্যানার: কর্মী এবং তদারককারীগণ টিকাদানের তারিখ ও বারসহ নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক টিকাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা সরবরাহকৃত প্ল্যানারে লিখবেন। লিখিত এই প্ল্যানার উক্ত নির্দিষ্ট এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং জনসমাগমস্থলে লাগানোর ব্যবস্থা করবেন।

ফ্যাক্ট শীট ও ফোল্ডার: ক্যাম্পেইন বার্তা জানানো এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের জন্য সাধারণ লিফলেট, চিকিৎসা পেশাজীবি, নীতি নির্ধারক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জন্য পৃথক ফ্যাক্ট শীট তৈরি করা হয়েছে। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ এবং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সকল ফ্যাক্ট শীট বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত সকল সভায় নির্দেশনামত ক্যাম্পেইন ফোল্ডার এবং অংশগ্রহণকারী অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফ্যাক্ট শীট বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ক্যাবল নেটওয়ার্ক, সিনেমা হল, মসজিদ ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন বিষয়ক প্রচারনা চালাতে হবে। এছাড়াও ইপিআই সদর দপ্তর থেকে সরবরাহকৃত ক্যাম্পেইন তথ্য সম্বলিত অডিও/ভিডিও ক্যাসেট জেলা তথ্য অফিসারের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) ক্যাম্পেইন চলাকালীন করনীয়

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এ টিকাদান কেন্দ্রে দায়িত্বঃ

ক্যাম্পেইনের সফলতার জন্য একটি সুসংগঠিত টিকাদান কেন্দ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকাল ৮ টার পূর্বেই বিতরণ কেন্দ্রে থেকে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ও টালিফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি টিকাদান টীমে ২ জন দক্ষ টিকাদানকারী এবং ৩ জন স্বেচ্ছাসেবী নিম্নলিখিত কাজ করবেন

(ক) ভিড় নিয়ন্ত্রণকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী অভিভাবকদের স্বাগত জানাবেন এবং একমুখী যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ভিড় নিয়ন্ত্রন করবেন। তিনি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ওপিভি টিকাদানকারী এবং ৫ থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকাদানকারীর কাছে পাঠাবেন।

(খ) ওপিভি টিকাদানকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী ৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে ২ ফোঁটা করে ওপিভি টিকা খাওয়ানোর পর ৯ মাস থেকে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকা দেয়ার জন্য এমআর টিকাদানকারীর কাছে পাঠাবেন।

(গ) এমআর টিকাদানকারী - ২ জন দক্ষ টিকাদানকারী ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকা দিবেন।

(ঘ) টালিদানকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিটি শিশুকে ওপিভি ও এমআর টিকা প্রদানের পর টালি ফর্মের নির্দিষ্ট ঘরে টালি দিবেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলে মার্কার দিয়ে মার্কিং করবেন

ভিড় কমে গেলে দলের ১ জন স্বেচ্ছাসেবী উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে কাজ করবেন এবং স্থানীয় এলাকা পরিদর্শন করে উদ্দিষ্ট শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। কোন শিশুই যেন প্রাপ্যতা অনুযায়ী এমআর টিকা এবং ওপিভি টিকা নেয়া থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।

২১তম জাতীয় টিকা দিবস-এ টিকাদান কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্বঃ

প্রতিটি টীমে মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে ৫ জন সদস্য নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করবেন -

(ক) ভিড় নিয়ন্ত্রণকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী অভিভাবকদের স্বাগত জানাবেন এবং একমুখী যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের বয়স যাচাই করবেন এবং একটি করে শিশুকে টিকাদানকারীর কাছে পাঠাবেন।

(খ) ওপিভি টিকাদানকারী - ২ জন টিকাদানকারী/স্বেচ্ছাসেবী ৫ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুকে ২ ফোঁটা করে ওপিভি টিকা খাওয়াবেন।

ওপিভি টিকার প্রতিটি ফোঁটা মুখের ভিতর দিতে হবে, কোন শিশু যদি মুখ থেকে থুথু বা লালার সাথে টিকা বের করে দেয় তবে টিকাদানকারী/স্বেচ্ছাসেবী অবশ্যই শিশুটিকে পুনরায় ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়াবেন। ওপিভি টিকা খাওয়ানোর সময় ভায়ালটিকে একটু কাত করে ধরতে হবে।

(গ) টালিদানকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিটি শিশুকে ওপিভি টিকা প্রদানের পর টালি ফর্মের নির্দিষ্ট ঘরে টালি দিবেন।

(ঘ) উদ্বুদ্ধকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি এলাকার মসজিদ/ধর্মীয় উপাসনালয়-এর ইমাম/ধর্মীয় নেতার সহায়তায় মাইকিং-এর ব্যবস্থা করবেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে টিকাকেন্দ্রে উদ্দিষ্ট সকল শিশুর টিকাদানের জন্য তাঁদের ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করবেন।

উদ্বুদ্ধকারী এলাকার বাড়ি বাড়ি যেয়ে উদ্দিষ্ট শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। কোন শিশুই যেন ওপিভি টিকা খাওয়া থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ চলাকালীন সেশনে করনীয় কাজ সমূহঃ

- সেশন শুরুর আগেই টীমের কার কি দায়িত্ব তা নির্ধারণ করতে হবে
- টিকাদান কেন্দ্রে সকাল ৮টার আগে উপস্থিত হয়ে মনি পতাকা টানাতে হবে। টিকাদান টেবিল ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে মনি টেবিল কভার বিছাতে হবে
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। সেফ্‌টি বক্স তৈরি করে প্রথমেই কর্মীর নাম ও ব্যবহারের তারিখ লিখে রাখতে হবে
- টালি ফর্মের উপরের এবং নিচের প্রয়োজনীয় অংশ পূরণ করতে হবে
- একজন স্বেচ্ছাসেবী/কর্মীকে সেশন শুরু হওয়ার পূর্বে স্থানীয় মসজিদ/উপাসনালয়ে মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে
- টেবিলের একদিকে টিকাদানকারীগণ বসবেন এবং টালিদানকারী এমনভাবে বসবেন যাতে প্রতিটি টিকাদান সম্পন্ন হওয়া প্রত্যক্ষ করে টালিফর্মে টালিচিহ্ন দিতে পারেন
- টিকাদান শুরু করার পূর্বে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- টিকাদানকারীগণ এমআর এবং/ওপিভি ভায়াল ব্যবহারের জন্য খোলার পূর্বে ভিভিএম ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ঠিক আছে কিনা তা দেখবেন
- সেশনে উদ্দিষ্ট শিশু এলে একটি এমআর টিকার ভায়াল সংমিশ্রণ করতে হবে এবং ১টি ভায়ালের ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ শেষ হলে পরবর্তী ভায়াল সংমিশ্রণ করতে হবে
- সেশনে উদ্দিষ্ট শিশু এলে একটি ওপিভি টিকার ভায়াল বের করতে হবে
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার থেকে একটি জমানো আইসপ্যাক বের করে টেবিলে রেখে সংমিশ্রিত এমআর টিকার ভায়াল ও ওপিভি টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আইসপ্যাকের উপর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরবরাহকৃত অতিরিক্ত আইসপ্যাকগুলো আগে ব্যবহার করতে হবে
- যখন খুব ভীড় থাকে, প্রত্যেক টিকাদানকারী প্রয়োজনে একটি করে ভায়াল সংমিশ্রণ করতে পারেন, তবে আইসপ্যাক একটিই বের করতে হবে। ভীড় কম থাকলে শুধুমাত্র একটি ভায়ালই খুলতে হবে
- টেবিলে রাখা আইসপ্যাকটি সম্পূর্ণ গলে গেলে নতুন আর একটি আইসপ্যাক বের করতে হবে। ব্যবহৃত আইসপ্যাক ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে ঢুকানো যাবে না
- এমআর টিকাপ্রাপ্ত প্রতিটি শিশুকে টিকাপ্রাপ্তির পর কমপক্ষে আধাঘন্টা কেন্দ্রে থাকতে বলতে হবে
- উদ্দিষ্ট শিশুর অভিভাবকদের ২১তম জাতীয় টিকা দিবসের তারিখ (২১ ডিসেম্বর) জানাতে হবে
- ভিড় কমে গেলে দলের ১ জন স্বেচ্ছাসেবী রেজিস্ট্রেশন তালিকা দেখে বাদপড়া শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। কোন শিশুই যেন টিকা পাওয়া থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে
- বিকেল ৩ টায় সেশন শেষে ব্যবহৃত আইসপ্যাকগুলোকে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের ভিতর (যদি অব্যবহৃত ভায়াল না থাকে) ঢুকিয়ে টালি ফর্ম, সুপারভাইজার চেকলিস্ট, পূর্ণ সেফ্‌টি বক্স ও অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন ব্যাগ পোর্টারের মাধ্যমে ফেরত পাঠাতে হবে

প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত টিকাদান কার্যক্রম চলবে। তবে টিকাদানকারী শেষ টিকা দেয়ার পর একঘন্টা পর্যন্ত কেন্দ্রে অবশ্যই অপেক্ষা করবেন।

২১তম জাতীয় টিকাদিবস চলাকালীন সেশনে করনীয় কাজ সমূহঃ

- টিকাদান কেন্দ্রে সকাল ৮ টার আগে উপস্থিত হয়ে মনি পতাকা টানাতে হবে
- টিকাদান টেবিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে
- সেশন শুরুর আগেই টীমের কার কি দায়িত্ব তা নির্ধারণ করতে হবে
- টালি ফর্মের উপরের এবং নিচের প্রয়োজনীয় অংশ পূরণ করতে হবে
- কেন্দ্রের আশেপাশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে, মা/বাবাকে শিশুদের সাথে থেকে টিকা গ্রহণে সহায়তা করতে অনুরোধ করতে হবে
- একজন স্বেচ্ছাসেবী সেশনের পূর্বে মসজিদ মাইকিং এর ব্যবস্থা করবেন। দুপুরে ভিড় কমে গেলে একই কাজ তিনি আবার করবেন
- টেবিলের একদিকে টিকাদানকারীগণ বসবেন এবং টালিদানকারী এমনভাবে বসবেন যাতে প্রতিটি টিকাদান সম্পন্ন হওয়া প্রত্যক্ষ করে টালিফর্মে টালিচিহ্ন দিতে পারেন
- টিকাদান শুরু করার পূর্বে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- সেশনে উদ্দিষ্ট শিশু এলে একটি ওপিভি টিকার ভায়াল বের করতে হবে
- টিকাদানকারীগণ ওপিভি ভায়াল ব্যবহারের জন্য খোলার পূর্বে ভিভিএম ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ঠিক আছে কিনা তা দেখবেন

- স্বেচ্ছাসেবীগণ একমুখি যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের সারিবদ্ধভাবে এক এক জন করে প্রতি জন টিকাদানকারীর কাছে টিকা নেয়ার জন্য পাঠাবেন
- ভিড় কমে গেলে টীমের ১ জন স্বেচ্ছাসেবী বাড়ি বাড়ি যেয়ে বাদপড়া শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। কোন শিশুই যেন টিকা পাওয়া থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন
- বিকেল ৪ টায় সেশন শেষে অব্যবহৃত/আংশিক ব্যবহৃত ওপিভি ভায়ালসহ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, টালি ফর্ম, সুপারভাইজার চেকলিস্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন ব্যাগ পোর্টারের মাধ্যমে ফেরত পাঠাতে হবে

মনে রাখবেন প্রতিটি টিকাদানের পর টালিমার্ক দিতে হবে

গ) সেশন শেষে করণীয়

সেশন শেষে আসবাব পত্র ফেরত দিয়ে, কেন্দ্র পরিস্কার করে, পরবর্তী নিয়মিত টিকাদান সেশনের তারিখ জানিয়ে টিকাদান কেন্দ্রের বাড়ির মালিককে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

■ অধ্যায় ৪ঃ টালি ফর্ম

টালি ফর্ম ঃ

ক) হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ চলাকালীন-

- টিকাদান শুরু হলে প্রতিটি শিশুকে এমআর টিকা দেয়ার পর টালি ফর্মের এমআর টিকা প্রাপ্ত শিশুর জন্য একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে
- প্রতিটি শিশুকে ওপিভি টিকা দেয়ার পর টালি ফর্মের ওপিভি টিকা প্রাপ্ত শিশুর জন্য একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে
- টালি ফর্মের ওপিভি টিকার গোল চিহ্নিত সারিতে ডান দিকের নির্দিষ্ট ঘরে যে সকল শিশু জীবনে কখনও রুটিন ইপিআই বা পূর্বের কোন জাতীয় টিকা দিবসে ওপিভি টিকা খায়নি তাদের ওপিভি টিকা খাওয়ানোর পর একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে। এসব শিশুর নাম, বয়স ও ঠিকানা অপর পৃষ্ঠায় লিখতে হবে

খ) ২১তম জাতীয় টিকা দিবস (২১ ডিসেম্বর) চলাকালীন-

- টিকা দিবসের দিন টালিদানকারী প্রথমেই ফর্মের উপরের অংশ অর্থাৎ কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি পূরন করবেন
- প্রাপ্ত ওপিভি টিকার ভায়াল টালি ফরমের নিচের অংশে নির্দিষ্ট ছকে লিখতে হবে এবং সেশন শেষে ব্যবহৃত সংখ্যাও নির্দিষ্ট ঘরে লিখতে হবে
- প্রতিটি শিশুকে ওপিভি টিকা দেয়ার পর টালি ফর্মের ওপিভি টিকা প্রাপ্ত শিশুর জন্য একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে
- টালি ফর্মের ওপিভি টিকার গোল চিহ্নিত সারিতে ডান দিকের নির্দিষ্ট ঘরে যে সকল শিশু জীবনে কখনও রুটিন ইপিআই বা পূর্বের কোন জাতীয় টিকা দিবসে ওপিভি টিকা খায়নি তাদের ওপিভি টিকা খাওয়ানোর পর একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে। এসব শিশুর নাম, বয়স ও ঠিকানা অপর পৃষ্ঠায় লিখতে হবে

সেশন শেষে মোট সংখ্যার ঘরে টালি চিহ্ন যোগ করে মোট টিকার সংখ্যা লিখতে হবে। সেশন শেষে কেন্দ্রের টালি ফর্ম ঐ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সহকারী/ভ্যাকসিনেটরের কাছে জমা দিতে হবে।

টালি ফর্মের নমুনা কপি এই সহায়িকার শেষে সংযোজন করা হলো।

■ অধ্যায় ৫ঃ টিকা পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া

এমআর টিকা খুবই নিরাপদ। হামের টিকার পর সাধারণত টিকার স্থানে সামান্য ব্যাথা ও জ্বর হতে পারে। এগুলি এমনিতেই দু-একদিনে সেরে যায়। তবে খুবই অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কোন শিশুর টিকা পরবর্তী সমস্যা হলে এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাতে হবে অথবা নিকটস্থ সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অতিসত্ত্বর শিশুটিকে প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজনে শিশুর সাথে হাসপাতালে যেয়ে চিকিৎসা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

টিকা প্রাপ্তির পর কোন অসুবিধা হয় কিনা তা দেখার জন্য প্রতিটি শিশুকে কম পক্ষে আধা ঘন্টা কেন্দ্রে অপেক্ষা করতে বলতে হবে। এজন্য টিকাদানকারী দলকেও শেষ শিশুটিকে টিকা দেয়ার পরে ১ ঘন্টা কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে।

মনে রাখবেন, শিশুর যে কোন অসুবিধা মোকাবেলায় সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

■ ক্যাম্পেইন ফর্ম (নমুনা)ঃ

ক্যাম্পেইন ফর্ম-১

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

৯ মাস-১৫ বছরের কম বয়সী এবং ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর রেজিস্ট্রেশন ফর্ম

সাব-ব্লক/সাইট: ..... ওয়ার্ড: ..... ইউনিয়ন/জোন: .....

উপজেলা/পৌরসভা : ..... জেলা/সিটি করপোরেশন: .....

মাঠকর্মীগণ সকল বাড়ি পরিদর্শন করে অভিভাবকদের নিকট ক্যাম্পেইনের বার্তাসমূহ পৌছাবেন এবং একই সময়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য ০-১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুর নাম ও ঠিকানা ফর্মের নির্দিষ্ট কলামে (ক-জ পর্যন্ত) লিপিবদ্ধ করবেন। ৯ মাস- ১৫ বছরের কম বয়সী এবং ০-৫৯ মাস বয়সী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য টিকার জন্য প্রযোজ্য কলামে (ঝ-ঞ) টিক (√) চিহ্ন দিবেন। প্রতি সাব-ব্লক বা কেন্দ্রের জন্য আলাদা ফর্ম ব্যবহার করতে হবে।

রেজি: নং	বাড়ী নং / জিআর নং	শিশুর নাম	পিতা/ অভিভাবকের নাম	পিতা/ অভিভাবকের মোবাইল নম্বর	শিশুর বয়স	প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত (টিক চিহ্ন "√" দিন)		বয়স ভিত্তিক উদ্দিষ্ট শিশুর জন্য নির্দিষ্ট কলামে টিক চিহ্ন "√" দিন	
						হ্যাঁ	না	৯ মাস-১৫ বছরের কম বয়সী (এমআর টিকার জন্য)	০-৫৯ মাস (ওপিভি টিকার জন্য)
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
				এই ফর্মের মোট সংখ্যা					

সাব-ব্লকের সর্বমোট শিশুর সংখ্যা (সকল শিশুর রেজিস্ট্রেশন শেষ হওয়ার পর পূরণ করতে হবে) = ক (ছ+জ) =
(সাব-ব্লকের ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুর রেজিস্ট্রেশন শেষ হওয়ার পর 'ক' কলামের সর্বশেষ রেজিস্ট্রিকৃত শিশুর রেজিঃ নম্বরটি হবে ঐ সাব-ব্লকের মোট শিশুর সংখ্যা এবং এই সংখ্যাটি ঐ সাব-ব্লকের সকল ফর্মের 'ছ এবং জ' কলামসমূহের মোট যোগফলের সমান হবে)

কর্মীর নাম: কর্মীর স্বাক্ষর: মাবাইল নম্বর:

তদারককারীর নাম: তদারককারীর স্বাক্ষর: মোবাইল নম্বর:

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস
টালি ফর্ম (Tally Form)

টিকাদান কেন্দ্রের নাম: ....গ্রাম/মহল্লার নাম: ....সাব-ব্লক/সাইট: ....

ওয়ার্ড নং: ....ইউনিয়ন/জোন: ....উপজেলা/পৌরসভা: ....জেলা/সিটি করপোরেশন: ....

প্রতিটি শিশুকে এমআর টিকা দেয়ার/ওপিভি টিকা খাওয়ানোর পরে নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি (∅) ভাবে কেটে দিন।

<table>
<tr><td>শিশুর বয়স</td><td colspan="2">এমআর টিকাপ্রাপ্ত শিশুর হিসাব</td></tr>
<tr><td>৯ মাস- ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)</td><td colspan="2">ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo</td></tr>
<tr><td colspan="3">মোট=</td></tr>
<tr><td colspan="3">ওপিভি টিকাপ্রাপ্ত শিশুর হিসাব</td></tr>
<tr><td colspan="2">পূর্বে ওপিভি টিকা প্রাপ্ত শিশু যারা রুটিন ইপিআই বা পূর্বের যে কোন এনআইডিতে ওপিভি টিকা খেয়েছে তাদের সংখ্যা: ক =</td><td rowspan="2">যে সকল শিশু জীবনে কখনও রুটিন ইপিআই বা পূর্বের কোন এনআইডিতে ওপিভি টিকা খায়নি তাদের সংখ্যা (এসব শিশুর নাম, বয়স ও ঠিকানা অপর পৃষ্ঠায় লিখুন)। খ =
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo</td></tr>
<tr><td>০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)</td><td>ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo</td></tr>
<tr><td colspan="3">মোট (ক+খ) =</td></tr>
</table>

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

টালি ফর্ম (Tally Form)

যে সকল শিশু জীবনে কখনও রুটিন ইপিআই বা পূর্বের কোন এনআইডিতে ওপিভি টিকা পায়নি তাদের **নাম, বয়স, মাতা/পিতার নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা লিখুন**।

ক্রমিক নং	নাম	বয়স (মাস)	মাতা/পিতার নাম	ঠিকানা (বাড়ির নাম/নং, পাড়া/মহল্লা, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন)

১। ক) প্রাপ্ত এমআর ভায়ালের সংখ্যা: ..... খ) ব্যবহৃত এমআর ভায়ালের সংখ্যা: ..... গ) ফেরত দেয়া পূর্ণ (অব্যবহৃত) এমআর ভায়ালের সংখ্যা (ক-খ): .....

২। ক) প্রাপ্ত ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা: ..... খ) ব্যবহৃত ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা: ..... গ) ফেরত দেয়া আংশিক ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা: .....
ঘ) ফেরত দেয়া পূর্ণ (অব্যবহৃত) ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা (ক-খ): ..... (কাজ শেষে আংশিক ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ওপিভি ভায়াল ঐ দিনই ফেরত পাঠাবেন)

কর্মীর সংখ্যা: স্বাস্থ্য কর্মী ..... পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ..... শিক্ষক ..... এনজিও কর্মী ..... স্বেচ্ছাসেবী ..... অন্যান্য (উল্লেখ করুন) .....

টিকাদানকারী: ১। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
২। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....

স্বেচ্ছাসেবী

১। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: ..... ২। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
৩। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: ..... ৪। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
৫। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....

তদারককারীর নাম : ..... পদবী : ..... স্বাক্ষর: ..... মোবাইল নম্বর : .....

দিনের শেষে আড়াআড়ি (∅) ভাবে কাটা মোট টিকাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা লিখে, প্রাপ্ত, ব্যবহৃত ও ফেরত দেয়া ভায়ালের সংখ্যা গণনা করে নির্দিষ্ট ঘরগুলো পূরণ করে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের সংগে এই টালি ফর্ম পাঠাতে হবে। ফেরত আসা আংশিক ব্যবহৃত ওপিভি ভায়াল এবং অব্যবহৃত ওপিভি ও এমআর ভায়াল সাথে সাথে আইএলআর-এ সংরক্ষণ করতে হবে।

১ম পৃষ্ঠা

ক্যাম্পেইন ফর্ম-১৪

২১তম জাতীয় টিকাদিবস (২১ ডিসেম্বর)

টালি ফর্ম (NID Tally Form)

টিকাদান কেন্দ্রের নাম: .... গ্রাম/মহল্লার নাম: .... সাব-ব্লক/সাইট: ....

ওয়ার্ড নং: .... ইউনিয়ন/জোন: .... উপজেলা/পৌরসভা: .... জেলা/সিটি করপোরেশন: ....

শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়ানোর পরে নির্দিষ্ট ঘরে একটি শূন্য আড়াআড়ি (∅) ভাবে কেটে দিন।

<table>
<tr><td rowspan="2">০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর লক্ষ্যমাত্রা</td><td rowspan="2">ওপিভি খাওয়ানোর হিসাব</td><td>পূর্বে ওপিভি টিকা প্রাপ্ত শিশু যারা রুটিন ইপিআই বা পূর্বের যে কোন এনআইডিতে ওপিভি টিকা খেয়েছে তাদের সংখ্যা: ক =</td><td>যে সকল শিশু জীবনে কখনও রুটিন ইপিআই বা পূর্বের কোন এনআইডিতে ওপিভি টিকা খায়নি তাদের সংখ্যা (এসব শিশুর নাম, বয়স ও ঠিকানা অপর পৃষ্ঠায় লিখুন)। খ =</td></tr>
<tr><td>ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo</td><td>ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo</td></tr>
<tr><td colspan="4">মোট : (ক+খ) =</td></tr>
</table>

২১তম জাতীয় টিকাদিবস (২১ ডিসেম্বর)

টালি ফর্ম (Tally Form)

যে সকল শিশু জীবনে কখনও রুটিন ইপিআই বা পূর্বের কোন এনআইডিতে ওপিভি টিকা পায়নি তাদের **নাম, বয়স, মাতা/পিতার নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা লিখুন**।

ক্রমিক নং	নাম	বয়স (মাস)	মাতা/পিতার নাম	ঠিকানা (বাড়ির নাম/নং, পাড়া/মহল্লা, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন)
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				

১। ক) প্রাপ্ত ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা: ..... খ) ব্যবহৃত ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা: ..... গ) ফেরত দেয়া পূর্ণ (অব্যবহৃত) ওপিভি ভায়ালের সংখ্যা (ক-খ): .....
(কাজ শেষে আংশিক ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ওপিভি ভায়াল ঐ দিনই ফেরত পাঠাবেন)

কর্মীর সংখ্যা: স্বাস্থ্য কর্মী ..... পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ..... শিক্ষক ..... এনজিও কর্মী ..... স্বেচ্ছাসেবী .....

টিকাদানকারী ও স্বেচ্ছাসেবীর নাম, পদবী ও স্বাক্ষর:

১। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
২। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
৩। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
৪। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....
৫। নাম: ..... পদবী: ..... স্বাক্ষর: .....

তদারককারীর নাম : ..... পদবী : ..... স্বাক্ষর: ..... মোবাইল নম্বর : .....

দিনের শেষে আড়াআড়ি (∅) ভাবে কাটা মোট টিকাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা লিখে, প্রাপ্ত, ব্যবহৃত ও ফেরত দেয়া ভায়ালের সংখ্যা গণনা করে নির্দিষ্ট ঘরগুলো পূরণ করে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের সংগে এই টালি ফর্ম পাঠাতে হবে। ফেরত আসা আংশিক/পূর্ণ ওপিভি ভায়াল সাথে সাথে আইএলআর-এ সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

নিয়মিত টিকাদান সময়সূচি
০-১১ মাস এবং ১৫ মাস বয়সের শিশুদের জন্য

রোগের নাম	টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	ডোজের মধ্যে বিরতি	টিকা শুরু করার সঠিক সময়
যক্ষ্মা	বিসিজি	১	-	জন্মের পরপর
ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি	পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন (ডিপিটি, হেপাটাইটিস-বি, হিব)	৩	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ
পোলিও	ওপিভি	৪*	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ
হাম ও রুবেলা	এমআর টিকা	১	-	৯ মাস বয়স পূর্ণ হলে
হাম	হামের টিকা	১	-	১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে

ওপিভি টিকা মোট ৪ (চার) ডোজ দিতে হবে। ৪র্থ ডোজটি এমআর টিকার সাথে দিতে হবে। এছাড়াও জন্মের ১৪ দিনের মধ্যে ওপিভির অতিরিক্ত ডোজ দেয়া যেতে পারে।

হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন-২০১৩ এর বার্তা

- ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে এমআর (হাম-রুবেলা) টিকা দিতে হবে
- যেসব শিশু পূর্বে এমআর বা হামের টিকা পেয়েছে অথবা হাম বা রুবেলা রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেসব শিশুদেরও ক্যাম্পেইনে এমআর টিকা দিতে হবে
- ০ থেকে ৫ বছরের সকল শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে

সহযোগিতায় : GAVI unicef